তারিখ 24 AUG 2009
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ১

তদন্ত করবে সংসদীয় কমিটি

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজামুল হক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তদন্ত করতে গিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘুষ দাবি করেন পরিদর্শকরা। দুর্নীতি আড়াল করতে গিয়ে পরিদর্শন বা তদন্ত করতে আসা কর্মকর্তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লাখ লাখ টাকা ঘুষও দেন। প্রতিষ্ঠানের কোটি টাকা আত্মসাৎ, নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি করেও সংশ্লিষ্টরা রেহাই পেয়ে যায় ঘুষের বিনিময়ে। এভাবে অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে রাজধানীতে বাড়ি, ফ্ল্যাট, গাড়ি ও বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) শিক্ষা পরিদর্শক, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক, অডিট অফিসার ও অডিটররা।

এভাবে বিত্তশালী হবার আশায় এ অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োগ পাবার জন্য বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা মরিয়া হয়ে উঠে। যারা প্রেষণে নিয়োগ পেয়েছেন তারা এ অধিদপ্তরে দীর্ঘ দিন থাকার জন্য রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের দ্বারস্থ হচ্ছেন, বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে অভিযোগ আসার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিটি এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা চেয়েছে অধিদপ্তরে কাছে। কর্মকর্তাদের তালিকা বর্তমানে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে রয়েছে। এ বিষয় খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে বলে সূত্র জানায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ইত্তেফাককে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পাওয়া গেছে। (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের

(১৬শ পৃঃ পর)

তারা দীর্ঘদিন থেকে একই অধিদপ্তরে কর্মরত রয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ প্রদানের জন্য কর্মকর্তাদের নামের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিভিন্ন সরকারের সময়ে রাজনৈতিক প্রভাবে শিক্ষকরা এ অধিদপ্তরে নিয়োগ পান। কেউ কোথাও বদলী হলেও আবার বিভিন্ন কৌশলে প্রভাবশালীদের সহযোগিতায় পুনরায় এ অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োগ লাভ করেন। পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকও এখানে নিয়োগ পেয়েছেন। শিক্ষকরা শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গিয়ে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন।

সূত্র জানায়, বর্তমানে এ অধিদপ্তরে ৪ জন অডিট অফিসারসহ ৩৪ জন শিক্ষা পরিদর্শক ও সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক রয়েছে। এর মধ্যে ৩০ জনই শিক্ষক। নিয়োগ বিধি অনুযায়ী ২০ ভাগ সরাসরি এবং ৮০ ভাগ সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে শিক্ষা পরিদর্শক পদে নিয়োগ দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা পরিদর্শক ও সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক সকলেই বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা, যারা বিভিন্ন কলেজে শিক্ষক ছিলেন।